প্রথম আলো

তারিখ 12 JUL 2015
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমায় উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন ব্যাহত হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে সরকারের বাজেট বরাদ্দ আগের বছরের চেয়ে কমেছে। এর কারণে বিভিন্ন সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ যে ভালো করছে, তাতে ভাটা পড়তে পারে। বাধাগ্রস্ত হতে পারে বিভিন্ন উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনও।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা উন্নয়ন অন্বেষণের 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রতিবেদন'-এ এমন পর্যবেক্ষণই তুলে ধরা হয়েছে। সংস্থাটি প্রতি মাসে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। জুলাই মাসের প্রতিবেদনটি গতকাল শনিবার গণমাধ্যমে পাঠানো হয়। এক্সরের প্রতিবেদনটি সদ্য শুরু হওয়া ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট নিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, দেশে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ উন্নয়নশীল অনেক দেশের চেয়ে এমনিতেই কম। এর ওপর এ দুটি মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ করা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বাস্তবায়নও সন্তোষজনক নয়।

উন্নয়ন অন্বেষণ বলেছে, নতুন অর্থবছরে শিক্ষা ও প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য খাতে আগের বছরের চেয়ে বরাদ্দ কমেছে। বিদায়ী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে যেখানে শিক্ষা ও প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য খাতে মোট বাজেটের যথাক্রমে ১৩ দশমিক ১ শতাংশ এবং ৪ দশমিক ৪ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছিল, সেখানে চলতি অর্থবছরে এই হার কমে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১১ দশমিক ৬ শতাংশ এবং ৪ দশমিক ৩ শতাংশ।

উন্নয়ন অন্বেষণের পর্যালোচনা

মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) অনুপাতে স্বাস্থ্য খাতের ব্যয়ে উন্নয়নশীল অনেক দেশের চেয়ে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। উন্নয়ন অন্বেষণ বলছে, ২০১৩ সালে দেশে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল জিডিপির ৩ দশমিক ৭ শতাংশ। তখন এই হার ভারতে ৪ শতাংশ, ভিয়েতনাম ও নেপালে ৬ শতাংশ, কম্বোডিয়ায় ৭ দশমিক ৫ শতাংশ ও মালদ্বীপে ১০ দশমিক ৮ শতাংশ ছিল।

উন্নয়ন অন্বেষণ বলেছে, দেশে স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণও কম। বাংলাদেশে যেখানে একজন ব্যক্তির পেছনে বছরে সরকারের ব্যয় ৩২ ডলার, সেখানে তা ভারতে ৬১, ভিয়েতনামে ১১১, নেপালে ৩৯, কম্বোডিয়ায় ৭৬ ও মালদ্বীপে ৭২০ ডলার। স্বাস্থ্য খাতে সরকারের বিনিয়োগ কম হওয়ায় চিকিৎসার জন্য সাধারণ মানুষকে নিজের পকেট থেকে বেশি খরচ করতে হয়।

অন্যদিকে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে সরকারি ব্যয় মোট এডিপির অনুপাতেও কমেছে। ২০০৮ সালে শিক্ষায় ব্যয় ছিল এডিপির ১৭ দশমিক ১ শতাংশ। ২০১৩ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১৬ দশমিক ১ শতাংশে। আর ২০১৫ সালে এই হার আরও কমে দাঁড়ায় ১৫ দশমিক ৬ শতাংশ।

বাজেট বিশ্লেষণ করে উন্নয়ন অন্বেষণ দেখেছে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে উন্নয়ন ব্যয়ের চেয়ে অনুন্নয়ন ব্যয় অনেক বেশি। আবার এ দুটি খাতে এডিপি বাস্তবায়নও ধীর। সদ্য বিদায়ী ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই থেকে মে—এই ১১ মাসে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে এডিপি (সংশোধিত) বাস্তবায়িত হয়েছে যথাক্রমে মাত্র ৫৬ শতাংশ ও ৬৪ শতাংশ।